দীপ জ্বেলে যাই.....

-- রনজিৎ বাওয়ালী

রনজিৎ বাওয়ালী (৬৫)। পেশায় কৃষিকাজের সাথে জড়িত। যশোরের অভয়নগর-এর ডুমুরতলা গ্রামের অধিবাসী। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন তিনি, বলা যায় স্বশিক্ষিত। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামে থেকেও তিনি যুক্তিবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত। প্রত্যন্ত অঞ্চলের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষের মধ্যে যুক্তিবোধের আলো ছড়িয়ে দিতে, চেতনা মুক্তির জন্য তিনি সুদীর্ঘ সময় ধরে নিজের মনে লেখালেখি করে চলছেন; লিখেছেন কবিতা, ছড়া, গান, প্রবন্ধ সহ আরোও অনেক কিছু। বাঙলাদেশের একটি যুক্তিবাদী সংগঠনের সাথে পরিচয়ের সুবাদে শ্রদ্ধেয় রনজিৎ বাওয়ালী'র হাতে লেখা এ সকলের কিছু ফটোকপি সদ্য আমার সংগ্রহে এসেছে। রনজিৎ বাওয়ালীর লেখা'র বাছাইকৃত কিছু অংশের অনুলিখন আমি মাঝে মাঝে অন্তর্জালের পাঠকদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করবো। এ বিষয়ে পাঠকদের যে কোনো ধরনের মতামত / মন্তব্য সানন্দে আমাকে জানাতে পারেন। ধন্যবাদ।

- অনন্ত বিজয়। যোগাযোগ : **ananta_atheist@yahoo.com** ।

****

পর্ব -৩

বিয়ের পদাবলী

বিবর্তনে সৃষ্টি-ধারা জীব মধ্যে বয়,
এককোষী হতে জীব বহুকোষী হয়।
একমাত্র মানুষের যৌন ক্ষুধা নয়,
যৌনমিলন আকাঙ্খা প্রাণিজগতময়।
ঋতু ছাড়া অন্য প্রাণি করে না বিহার,
জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের নাই কোন বিচার।
আদিকালে মানুষের দল ঘুরতো জঙ্গলে,
মুক্তপ্রেম, মুক্তবিহার ছিল সেইকালে।
পরিবর্তনশীল জীবজগৎ হচ্ছে রূপান্তর,
স্মৃতিচিহ্ন থাকে তার এই ধরনীপর।
জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্র ছিল না সেই কালে,
নারী ছিল সমাজকর্তা ইতিহাস বলে।
খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, ময়মনসিং উত্তরে,
মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা আদিবাসীর ঘরে।
মামাতো, পিসতুতো বোন দক্ষিণ ভারতে,

ভাইয়ের সাথে বিয়ে করে পরম আনন্দতে।
ভারতের বিবাহের আছে ইতিহাস,
সেই তত্ত্ব এইখানে করিব প্রকাশ।
মহাভারতে সুভদ্রাকে অর্জুন করে বিয়ে,
পিসেতো বোন ইরাবতী, পরীক্ষিত যায় নিয়ে।
উপস্থিত সুধীজন শোনেন দিয়া মন,
বৈদিক যুগের কিছু কথা করিব বর্ণন।
স্বাধীনভাবে চলতো নারী, স্বাধীন অধিকার,
পতি নির্বাচন করতো যেমন ইচ্ছা যার।
আপস্তম্ভ ধর্মসূত্র পরিষ্কার বলে,
বংশের ভাই নয় শুধু সহোদরও চলে। (৭/২/৫)
বৈদিক বিয়ের সূচনায় নাহতো অনুষ্ঠান,
পিতামাতা হাত ধরে করতো কন্যাদান।
বেদোত্তর যুগে চার বিয়ে দেখতে পাই,
অসুর, রাক্ষস, গান্ধর্ব, পৈচাশিক জানাই।
পণ লেনদেন নিয়ে যতো বিয়ে হয়,
অসুর বিবাহ ইহা জানিবে নিশ্চয়।
চুরি করে, বলপূর্বক নারী হরণ করে,
রাক্ষস বিয়ে গণ্য হয় শাস্ত্রীয় বিচারে।
প্রবঞ্চনা, ছল করি নিয়ে যায় ঘরে,
পৈশাচিক বিয়ে ইহা বলে শাস্ত্রকারে।
নির্জনে প্রেমালাপ করে মাল্যদান,
গান্ধর্ব বিয়ে এই শাস্ত্রতে প্রমাণ।
গঙ্গার সাথে শান্তনুর গান্ধর্ব মতে বিয়ে,
শুদ্রকন্যা হিড়িম্বা বরে ভীমে মাল্য দিয়ে।
মহাকাব্যিক মহাভারত শুনে মধু ভরে,
জোর করে রুক্কিনীরে কৃষ্ণ বিয়ে করে।
দেবকের রাজসভায় সিনির গমন,
গায়ের জোরে দেবকীরে করিলো হরণ।
বাসুদেবের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিল।
মামাতো বোন অর্জুন হরিয়া আনিল।
এইসব রাক্ষস বিয়ে মহাভারতে গাঁথা,
হাজারো কাহিনী ভরা মহাভারতের পাতা।
বিধবা বিবাহ মহাভারত যুগে ছিল,
ঐরাবত দুহিতার স্বামী গরুড়ে মারিল।
স্বযত্নে অর্জুন বীর বিয়ে করে তারে,
ইরাবন নামে পুত্র বিখ্যাত সংসারে।
ভিক্ষা মাগি গৌতম ঋষি শুদ্রদ্বারে যায়,
শুদ্রানী এক বিধবাকে বিয়ে করে লয়।
ব্রাহ্মণকন্যার সাথে শুদ্রের বিয়ে হতো,
সেই গর্ভে সন্তান হলে চন্ডাল বলিত।

চন্ডালকন্যা বিয়ে ব্রাহ্মণে বৈধ ছিল,
তার গর্ভে পুত্র হলে গলায় পৈতা দিল।
একপুরুষের বহুপত্নী বিয়ের প্রথা ছিল,
শর্মিষ্ঠা, দেবযানী যযাতিকে বরিল।
শকুন্তলা, লক্ষণারে দুষ্মন্ত আনে ঘরে,
গঙ্গা আর সত্যবতী শান্তনু বিয়ে করে।
ষোলহাজার মুনিকন্যা কৃষ্ণ আনে হরে,
অবৈধ শৃঙ্গার করে রাখিয়ে অন্দরে।
কন্যাগণ বলে কৃষ্ণ মোদের বিয়ে করো,
অনুঢ়া শৃঙ্গার করে কেন ইজ্জত মারো।
বিবাহের পরে তাদের মনের দুঃখ গেল,
দশটি করে পুত্র তাদের গর্ভে জন্মিল।
একনারী বহুপতি মহাভারতে আছে,
পঞ্চপান্ডব সকলে যায় দ্রোপদীর কাছে।
ঋষিকন্যা বাক্ষীকে দশভাই বিয়ে করে,
জ্যেষ্ঠ ভাইয়ে করলে বিয়ে অধিকার দেবরে।
বিবাহকালে দ্রোপদীরে ব্যাস ডেকে কয়,
বহুপতি পেলে নারী সনাতনধর্ম পায়।
দক্ষরাজের ষোল কন্যা ভিন্ন প্রথায় বিয়ে,
একসাথে ষোল কন্যা ধর্ম যায় নিয়ে।
সত্যবতী খেয়া বায় যৌবনে যমুনায়,
প্রাতঃকালে পরাশর ঘাটেতে উদয়।
অপূর্ব রূপসী যেন ফোঁটা গোলাপ ফুল,
মধু পেয়ে মধুকর কামেতে ব্যাকুল।
হাসিয়া বলেন মুনি সত্যবতীর ঠাই,
তোমারূপে মুগ্ধ আমি কাম ভিক্ষা চাই।
নিশি অবসানে, এখন অরুণ উদয়,
চারিদিকে কলরব, লোক লাজ-ভয়।
হেন বাক্য শুনি মুনি ছাড়েন হুংকার,
কুশায়ায় ঢেকে গেল, হলো অন্ধকার।
আনন্দে কাম তৃপ্ত করে পরাশর,
কুমারীর গর্ভে জন্মে ব্যাস এই ধরাপর।
বিপ্রশা মুনির ঔরসে গঙ্গার উদরে,
কুরুকুল চূড়ামনি জন্মলাভ করে।
যৌবনে শান্তনুরাজ গঙ্গা বিয়ে করে,
শান্তনুর ঔরসে ভীষ্ম গঙ্গার উদরে।
সত্যভঙ্গ করলে রাজা গঙ্গা চলে যায়।
ঘুরতে ঘুরতে নৃপতি গেলেন যমুনায়।
গঙ্গাজ্ঞানে সত্যবতী গৃহেতে আনিল,
সুচিত্রবীর্য, বিচিত্রবীর্য দুই নন্দন জন্মিল।
অম্বিকা, অম্বালিকা এনে পুত্রবধু করিল,

বংশরক্ষা না হতে তারা যমালয়ে গেল।
বিপদ বুঝে সত্যবতী ভীষ্মে ডেকে কয়,
কুরুকুল হয় নির্মূল করহে উপায়।
ভীষ্মদেব বলে মাতা তোমারে জানাই,
চির ব্রহ্মচারী আমি কোনো উপায় নাই।
বিপদ ভারী চিন্তা করি ব্যাসকে ডাকিল,
তার ঔরসে রানীদ্বয়ের গর্ভে পুত্র হল।
ধৃতরাষ্ট্র, পান্ডু ভাই দুইজন,
দাসী গর্ভে জন্মিলেন বিদুর সুজন।
ছোট ভাইবৌয়ের গর্ভে সন্তান জন্মদান,
হেন নীচ কাজ করলেন ব্যাস মতিমান।
মাতা-পুত্রে বিয়ে হতো মহাভারত যুগে,
শান্তনু গঙ্গার বিয়ে আর কি প্রমাণ লাগে?
ঢাক-ঢোল-কাসর বাজে, বাজে সানাই বাঁশী।
শাস্ত্র কথা ছেড়ে দিয়ে মূল কথায় আসি।
গুরুচান্দ চরিতে এই কথাটা কয়,
বিবাহ স্বীকৃতি মাত্র আর কিছু নয়।
বর্তমান বিজ্ঞান যুগ চারিদিকে আলো,
কুসংস্কার ছেড়ে এবার বাস্তবেতে চলো।
পাত্র-পাত্রী জেনে নিবে নিজেদের মন,
মনে মনে মিল হলে হবে একমন।
ছেলে-মেয়ে দুইজনে মেডিকেল করাবে,
মল-মুত্র, রক্ত-বীর্য পরীক্ষা করে নেবে।
মালা বদল, নাচগান কর আয়োজন,
এই বিয়েতে লাগে না নাপিত ব্রাহ্মণ।
বিয়ের পর পাত্র-পাত্রী আদালতে যাবে,
আইন মোতাবেক বিয়ে রেজিষ্ট্রি করাবে।
শাস্ত্র মধ্যে পেয়েছি যাহা করেছি বর্ণন,
ভুল ত্রুটি করবেন ক্ষমা যত সুধীজন।

-০-

অনুলিখিত : ২৩/০৪/০৬